ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও এ খাতে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত 'জাতীয় খানা জরিপ ২০১২' এর ফলাফল অনুযায়ী ভূমি তৃতীয় শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয় যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার ৫৯ শতাংশ বিভিন্ন ভূমি সেবা গ্রহণে অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয় এবং এ খাতে জাতীয়ভাবে মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ ছিল ২,২৬১ কোটি টাকা। এছাড়াও এদেশের বিভিন্ন আদালতের বিচারাধীন ৬০ শতাংশ মামলার উৎস ভূমি যার সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ।

বিগত কয়েক দশকে সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমকে সংস্কার ও গণমুখী করার জন্য বিভিন্ন ধরণের নীতিনির্ধরণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরণের সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যার ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে বড় ধরনের শঙ্কা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ভূমি খাতের সুশাসনের ঘাটতিকে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে যা এ খাতে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত ও সংস্কার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ভূমি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় টিআইবি এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের জন্য গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও সেবা কার্যক্রমে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা এবং প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও সেবা প্রদানে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণ চিহ্নিত করা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম উন্নতকরণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুণগত পদ্ধতি যেমন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে এসব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যদাতাদের মধ্যে আছেন ভূমি খাত সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, সরকারি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সহকারি কমিশনার (ভূমি), আইনজীবী, সাব-রেজিস্ট্রার, দলিল লেখক, সেটেলমেন্ট অফিসার, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারি কর্মকর্তা (তহশিলদার), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক এবং ভূমি সেবাগ্রহীতা। এছাড়া ভূমি খাত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও পরিপত্র, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং নিবন্ধন পরিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ, বই, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে ২০১৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

প্রশ্ন: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণার একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে ভূমি ব্যবস্থাপনা সেবা কার্যক্রম ও ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে আইনি সীমাবদ্ধতা। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপানায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, ভূমি সেবায় পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ভূমি সেবায় অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির ক্ষেত্র ইত্যাদি। যেসব ভূমি সেবা এ গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সেগুলো হলো -ভূমি জরিপ, নামজারি, নিবন্ধন, ভূমি উন্নয়ন কর, কৃষি খাস জমি বরাদ্দ, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা পরিচালনা ও নথিপত্র উত্তোলন।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার মুখ্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিচালনার জন্য একক অধিদপ্তর গড়ে তোলা; ডিজিটালাইজেশনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা, রেজিস্ট্রেশন ও জরিপ ব্যবস্থায় সমন্বিত ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করা এবং জাতীয় বাজেটে ভূমি খাতের জন্য চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ রাখা যা ভূমি খাতে ডিজিটালাইজেশন কর্মকাণ্ড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও দৈনন্দিন অফিস ব্যবহার্যের জন্য ব্যয়িত হবে।

প্রশ্ন: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: গবেষণা প্রতিবেদনের জন্য তথ্য চেয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং নিবন্ধন পরিদপ্তরে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এ গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে তাদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচণায় এনে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ ভূমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণলয়সমূহ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে, এ গবেষণার পর্যবেক্ষণ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত